সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাথপন্থ-সহজপন্থ-বাউলগ

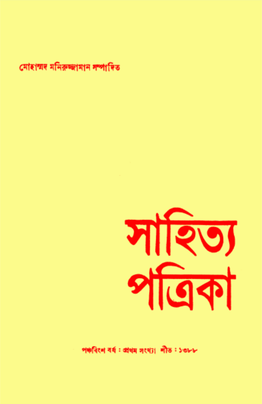

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.3
Pages	50-53
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নাথপন্থ-সহজপন্থ-বাউলপন্থ

আহমদ শরীফ

নাথশৈব, বৈষ্ণবসহজিয়া ও হিন্দু-মুসলিম বাউলমত ইদানীং আপাত পৃথক মত ও সাধনা বলে মনে হলেও মূলে তিনটিই এক ও অভিন্ন উৎস-এবং তত্ত্বসম্ভূত। এ তত্ত্ব ও মতের জড় রয়েছে আদিম মৈথুন-তত্ত্বে ও টোটেম বিশ্বাসে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে দেখতে পাই পশু, পাখি ও বৃক্ষের নামানুসারে গোত্র ও ব্যক্তিনাম।[১] তার রেশ আজো রয়েছে আমাদের সমাজে—তোতা, ময়না, চম্পা, বকুল, বাঘা, সিংহ, রোহিত নাম দুর্লভ নয়।

মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তি করে শাস্ত্র ও দর্শন গড়ে ওঠে মুখ্যত কৃষিজীবী সমাজেই। প্রাচীন মানুষের ধারণায় মৈথুন ও প্রজনন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের।[২] এবং সন্তান উৎপাদন ও ফসল উৎপাদনের পদ্ধতিও ছিল তাদের চোখে অভিন্ন। ফসল উৎপাদনের আবহসৃষ্টির প্রয়াসে জাভা, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকোর আদিবাসীরা এবং ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, পাঞ্চা, কোটর প্রভৃতি আজো মৈথুন উৎসব করে। R. Briffault বলেন, "The assimilation of the fruit-bearing soil to the Child-bearing women is universal. The fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same. [৩] আমাদের শাকম্ভরীদেবী আদ্যাশক্তি [প্রকৃতি] দুর্গাপূজার 'কলাবউ' বা 'শস্যবধূ' এবং দুর্গার অন্নদারূপ এ সূত্রে স্মর্তব্য। এবং হরপ্পার সীলেও মিলেছে লতা-প্রসূতি এই নারীমূর্তি।[৪] সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের এবং হঠযোগের ও তান্ত্রিক সাধনার উৎস আর ভিত্তিও ঐ মৈথুনতত্ত্বে নিহিত। দেশী তত্ত্বের প্রভাবে আর্যমানসও এ তত্ত্বে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তাই বাজসনেয়ী সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে আমরা মৈথুন, প্রজনন, জীবন, সম্পদ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত দেখতে পাই। ছান্দোগ্যে মৈথুন যজ্ঞের সঙ্গে তুলিত হয়েছে—"হে গৌতম, স্ত্রীলোকই যজ্ঞীয় অগ্নি, তার উপস্থই সমিধ, ঐ আহ্বানই ধূম, যোনিই অগ্নিশিখা, প্রবেশ ক্রিয়াই অঙ্গার, রতি সম্ভোগই স্ফুলিঙ্গ।" এবং এ যজ্ঞের ফলে আয়ু, সন্তান, পশু, কীর্তি ও মহত্ত্ব অর্জিত হয়। মন-মননের তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ফলে স্থূল চেতনা ও চর্যা সূক্ষ্ম প্রতীকী রূপে আজো বিদ্যমান,—তাই লতা, স্ত্রীভগ, যন্ত্র, মণ্ডল-চক্র, ভৈরবী চক্র, গোপীচক্র, নৈশচক্র প্রভৃতি আজো সাধন-পূজনের অপরিহার্য অঙ্গ। ডালিম ও সিন্দূর যেমন রজঃপ্রতীক, পদ্মও তেমনি যোনিপ্রতীক। আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি-সম্ভবা, তাঁর থেকেই পুরুষের উৎপত্তি। তার সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়েই পুরুষ হয় শক্তিমান—তাই পুরুষ-প্রকৃতি তথা মায়া-ব্রহ্ম, শিব-উমা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, প্রজ্ঞা-উপায়, বজ্র-তারা, করুণা-শূন্যতা, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা নামে ও বিভিন্ন তাৎপর্যে-দ্বৈত-অদ্বৈত রূপে দ্বয়-অদ্বয় চেতনায় সেই সৃষ্টিসম্ভব শক্তিস্বরূপ জগৎ-কারণ মৈথুনতত্ত্বেরই বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়। এর বহুধা প্রকাশ দেখেছি সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে এবং শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্যে ও লিঙ্গায়েতে।

মৈথুন যেমন আদিতে সন্তান ও ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি পরে আবার রতি-নিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে। তাই

জে. ফ্রেজারও বলেন: "Thus from the same crude philosophy the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profligacy or of asceticism.[৫] কাজেই বামাচারী ও ব্রহ্মচর্য চর্যার ও সাধনার উৎস অভিন্ন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন—তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির মূলে আছে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস এবং জাদু অনুষ্ঠান।[৬]

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে অনার্য মানস-উদ্ভূত মত ও চর্যা, তা আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না।[৭] শুধু তা-ই নয়, এ হচ্ছে অস্ট্রিক-মঙ্গোল মননের প্রসূন। এ অঞ্চলের আজীবিক, কাপালিক, লোকায়তিক প্রভৃতি যোগী-তান্ত্রিকরা এ সাধনাই করত। কাশ্মীরে-নেপালে-তিব্বতে-চীনে এ সবের প্রসার ও প্রচার লক্ষণীয়। আমাদের জীবনযাত্রায়, মনে-মননে, আচারে-সংস্কারে শাস্ত্রে-সমাজে অপরিমেয় অনার্য-সংস্কৃতির প্রভাবের কথা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গুছিয়ে বলেছেন।[৮] এবং ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তও আদি অনার্য (অস্ট্রিক) সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের ব্রাহ্মণ্য, শৈব, শাক্ত, জৈন ও বৌদ্ধ রূপান্তর বিশ্লেষণ করেছেন সুনিপুণভাবে।[৯] বশিষ্ঠ চীন থেকেই তন্ত্রাচার লাভ করেন বলে কথিত। বিকাশ স্থান, নাম (চীনাচার) ও বশিষ্ঠ-প্রবাদে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। আধুনিক বিদ্বানদের মতে নারীতে ঐশী শক্তি আরোপ, মায়াবাদ, ভক্তিবাদ, শিব ও বিষ্ণুর শক্তি, মহিমা ও ক্রিয়ার ধারণা এবং আগম শাস্ত্র অবৈদিক।[১০]

ভক্তি দ্রাবিড় উপজি / লায়ে রামানন্দ / প্রকটকিয়া কবীরণে—এ তথ্য নির্ভুল। কেননা, কুমারিল ভট্ট অন্ধ্রদেশে, শঙ্করাচার্য কেরলায়, রামানুজ তামিলদেশে, মাধবাচার্য কর্ণাটে এবং নিম্বার্ক আর ভাস্করও দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত। এবং এঁরা দ্রাবিড়। বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে দেখি আর সব বাদ দিয়ে চরমতত্ত্ব উচ্চারিত হচ্ছে "আত্মাই ব্রহ্ম।"

২

বৃহস্পতিলৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরমসত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী। এ কারণে তাঁদেরকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বলা হয়, এঁরা বস্তুবাদী—অধ্যাত্মবাদী নন। বেদের আমল থেকেই এঁদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তার আগেও যে লোক-মনে এর 'জড়' ছিল, তা অনুমান করা যায় বেদে এ মতের উল্লেখ থেকে। রামায়ণের জবালিমুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, গৌতম বুদ্ধের সমকালীন অজিতকেশকম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি ও ভাগুরি, পুরন্দর, পুরাণ কসসপ, মকখলি গোসাল, পকধকচ্চায়ন, নাথপুত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী এবং নাস্তিক্যবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন।[১১] এ চিন্তাধারার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানগুলো স্ব স্ব ভূতে মিশে যায়। কাজেই কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। 'জড় পদার্থ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি'—এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মেলে এবং দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ইন্দ্র-বিরোচন'[১২] উপাখ্যানে। বৌদ্ধমতের 'জড়'-ও এখানেই নিহিত।

সাংখ্যে, যোগে ও তন্ত্রে প্রকৃতিকে তথা নারীকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। In Tantric writings, "Female principle is personified and made prominent to the almost total exclusion of male."[১৩]

আচারভেদ তন্ত্রমতে 'পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্
বামাচারো ভবত্তত্র বামাভূত্বা যজেৎ পরাম্।

শাক্ত সাধনাও এরূপ : "The ambition of every pious followers of the system is to become identical with Tripura Sundari, and one of his religious exercises is to habituate himself to think that he is a woman. [১৪]

সহজিয়া সাধনতত্ত্বও এরূপ : "The Sahajias also believe that at certain stage of the spiritual culture the man should transform himself into a woman.[১৫] বৈষ্ণবের রাধাভাব এবং গোপীভাবও এরূপ। তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির আদি মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি।[১৬] সাংখ্যেও তাই।[১৭] পরকীয়া সাধনার বিভিন্ন স্তরে বামাচারী তান্ত্রিক চর্যায় নারীসঙ্গ দরকার হয়—রজকী, শবরী, ডোমনী, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, যোগিনী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী, ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি নানা নামে বিভিন্ন মতবাদীর মধ্যে প্রচলিত। এর শৈব-শাক্ত-তান্ত্রিক নাম 'শক্তি'। সাধকের সাধ্যানুসারে সঙ্গিনী নির্বাচনকে বলে কুল,—এ নির্বাচনযোগ্যতাকে বলে কৌলজ্ঞান।

অতএব সাংখ্য, যোগ, শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ তন্ত্রের মূল কথা 'যা আছে ভাণ্ডে, তা-ই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' 'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।'[১৮] কাজেই দেহভাণ্ড খোঁজ—সব পাবে। 'দেহের সাধন সর্বসার / তীর্থব্রত যার জন্যে / এ দেহে তার সব মিলে'। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এ তত্ত্ব মেলে। বিরোচন বলেছেন—"এই পৃথিবীতে দেহের পূজা করবে, দেহেরই পরিচর্যা করবে। দেহকে মহীয়ান ও পরিচর্যা করলেই ইহলোক ও পরলোক—এ উভয়লোকই লাভ হয়।" (৮-৮-৪)

মহাভারতের 'উদ্দালক ও তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান থেকে জানা যায়—'গাভী-গণের মতো স্ত্রীগণ শতসহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তারা অধর্মলিপ্ত হয় না। বরং এরূপ আসক্ত হওয়াই নিত্যধর্ম।' বার্হস্পত্য সূত্রে আছে "সর্বথা লোকায়িতকমেব শাস্ত্রমর্থ সাধনকালে কাপালিকমেব কামসাধনে।"

গুণরত্ন বলেছেন, কাপালিক ও লোকায়তিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। লোকায়তিকরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায়, এবং তারা মৈথুনাসক্ত ও যোগী। বছরে একদিন বা পাঁচদিন তারা একস্থানে মিলিত হয়ে মৈথুনে রত হয় অর্থাৎ--কামোৎসব করে। দেশী ও বিদেশী আদিবাসীদের [চিলিতে, মেক্সিকোতে, নিকারাগুয়ায় এবং হো, পাঞ্জা, সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে এখনো এ উৎসব চলে।[১৯]] মধ্যে আজো সেই মৈথুন উৎসবের রেশ রয়ে গেছে। W. Crooke এতে মানুষ, পশু ও শস্যের উর্বরতা বৃদ্ধির কামনা ছিল বলে মনে করেন।[২০]

মাধবাচার্য বলেছেন—'লোকায়তিকরা কামাচারী—অর্থ ও কাম সাধনাই তাদের লক্ষ্য।' অতএব দেখা যাচ্ছে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রতত্ত্বনির্ভর একটা সর্বব্যাপী সাধনা এদেশে গোড়া থেকেই চালু ছিল। কালান্তরে, স্থানান্তরে এবং জনান্তরে তার বিচিত্র ও বহুধা বিকাশ-বিস্তার ঘটেছে মাত্র। কিন্তু মূলে রয়েছে সেই আদিম মৈথুন-তত্ত্ব।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এ জন্যেই বলেছেন, 'সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরীভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া সাধনা সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠিত।'[২১]

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে বাঙলাদেশে এবং তার সংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চল-সমূহে খ্রীস্টীয় আট শতক থেকে বারো শতক অবধি তন্ত্রের প্রভাবেই মহাযান মতে

বজ্র-সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতের উদ্ভব হয়। বাঙলাদেশের হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থগুলো বারো থেকে পনেরো শতকের মধ্যে রচিত। এই তন্ত্রসাধনাই বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্যাগীতি হয়ে সহজিয়া রূপ ধারণ করেছে—বৈষ্ণব সহজিয়ায় ও বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ে তার ক্রমপরিণতি ঘটেছে এবং সতেরো শতক থেকে এই তন্ত্র নবরূপে বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

নাথ, তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া ও বাউল —সবাই দেহচর্যাকেই মূলব্রত করেছে। তান্ত্রিক, সহজিয়া ও বিশেষ বিশেষ বাউলপন্থী রতিপ্রয়োগে এবং নাথযোগীরা রতি-নিরোধে এ সাধনা করে। যোগবলে শুক্র নিয়ন্ত্রণ করে এমন একটা অনুভব সৃষ্টি করা চলে যাতে স্থায়িভাব হচ্ছে কেবল আনন্দ। এ আনন্দকে সুখ, মহাসুখ, সহজানন্দ, কিংবা শূন্যতা বলে বজ্র-সহজযানীরা। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং ডক্টর সুকুমার সেনও নানা প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে নাথপন্থ, বৈষ্ণব সহজিয়া পন্থ ও বাউলপন্থ বৌদ্ধ মহাযান প্রসূত মন্ত্রযান, বজ্রযান ও সহজযান থেকে উদ্ভূত বা এ সবের অনুস্মৃতি।

পাদটীকা

১ Golden Bough : James Frazer । লোকায়ত দর্শন--দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৩২-৩৪
২ Ancient Symbol Worship : H. M. Westrop. Pp. 23-29.
৩ The mothers, Vol III, Pp 54, 57.
8 Mohenjodaro & the Indus Civilization : J. Marshall, Vol I, P. 52
৫ Golden Bough—P. 138
৬ লোকায়ত দর্শন—৫৩৯, ৪৫০
৭ History of Indian Philosophy— (ভেলকার ও রানাডে) পৃ. ৮১, ৪৫১—৫২
Philosophy of the Upanisads & Ancient IndianMetaphysics : A. E. Gough, পৃ. ৮
Philosophy of India : H. H. Zimmer
রচনাবলী (২য় খণ্ড) : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৪-৮৩
বৌদ্ধ ধর্ম—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ. ৩৭
The Obscure Religious Cult. etc. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ২৭
৮ Indo Aryan & Hindi, Pp. 31-32
৯ ক. Obscure Religious Cult etc. খ. শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ১২-১৩
গ. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।
১০ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (ভারত সরকার প্রকাশিত), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১০, ১৩
১১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃ. ১৪৫-৪৬
১২ ঐ, পৃ. ১৪৮
১৩ এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড এথিকস্, Vol, XII P. 193
১৪ Vaisnavism, Saivism etc : R. G. Bhandarkar, P. 146
১৫ Post Chaitanya Sahajia Cult of Bengal : M.M. Bose, P.42.
১৬ (ক) রচনাবলী (২য় খণ্ড)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৪
(খ) গোড়পাদ সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, পৃ. ২১
১৭ ভারত দর্শনসার—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৯
১৮ রচনাবলী (২য় খণ্ড) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৮৪, ২৯৪
১৯ ক, History of Indian Philosophy : Dr. S.N. Dasgupta, Vol III P-533
খ. JASB (Scienee) Vol XIX, 1953 (লোকায়ত দর্শনে উদ্ধৃত, পৃ. ১১৭-১৮)
২০ Tho Holi : H vernel Festival of Hindus (folklore XXIV) লোকায়ত দর্শনে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৪৮-৯
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫